অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। অথঃ লতিফ, মহসীন স্ট্যাম্প সমাচার ।।

প্রিয় পাঠক। ঈদ মোবারক। দেশে থাকলে হয়তো বন্ধু স্বজনদের বলতাম - কী হে উট দুম্বা গরু ভেড়া না ছাগল? এখানে তো আর উট দুম্বা হবে না গরু ভেড়া এবং পরেরটা হবে। সেই পরেরটার নামটা আর আনতে চাচ্ছি না - আনতে গেলেই কেন জানি দুটি সাম্প্রতিক নাম মনে আসছে - দূর্ভাগ্য না সৌভাগ্য (!) সেই দুজনই আবার বাংলাদেশের "ছাগু" মন্ত্রী। তাদের একজন কারণে অকারণে অসূরের সুরে গান ধরেন আর সেই বদহজমের গান কেউ শুনতে না চাইলে মঞ্চ থেকে নেমে তিনি নিজেই কিল ঘুসি শুরু করে দেন। তাঁকে সব সময়েই দেখা যায় একটা ঢুলু ঢুলু ভাবে (যেন আমাদের ঢুলু দা)। কোন খাদ্য-পানীয়র গুনে তিনি ঢুলু তা অবশ্য জানি না। সাংবাদিকরা তাঁর প্রধান শত্রু কারণ সাংবাদিকরা তাঁর কেচ্ছা কাহিনী প্রায় নিয়মিতই পত্রিকায় প্রকাশ করে দিচ্ছেন। যেমন তিনি কোন মঞ্চে বসে প্রধান অতিথি হয়ে সিগেরেট খাচ্ছেন বা ঘুমিয়ে নাক ডাকছেন ইত্যাদি। তাই সাংবাদিকদের হুমকি দিয়ে বলেছেন আমাকে নিয়ে বেশী লেখালেখি করলে রাতে বউয়ের কাছে গিয়ে আর এক বিছানায় ঘুমাতে পারবেন না (এটা হলো ঐ ছাগু মন্ত্রীর ভাষা)। তাঁর লেটস্ট ছাগলামী হচ্ছে তিনি এক স্কুলে প্রধান অতিথির ভাষণে সেই স্কুলের মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলেছেন - তোমরা কেউ প্রেম করে সময় নষ্ট না করে লেখাপড়া কর। ফেসবুকে থেকো না বরং আমার একটা গান শোন। তাঁর গানের শুরুতেই অনেক ছাত্রী চলে গেলেও শিক্ষিকাদের ভয়ে বাকী সব দাঁত খিঁচিয়ে থেকে বিড়বিড় করে বলেছে এই পাগলকে কেন এনেছে। তিনি এভাবেই সমাজের কল্যাণ করছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী হিসেবে।

আরেকজন মন্ত্রী আছেন যিনি সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর মত এতো ছাগু মার্কা কথা না বললেও কাছাকাছি যান। সময়তে আবার তিনকাঠি উপরেও। তিনি অনেকদিন মন্ত্রী থেকেছেন তবে এখনো শুনিনি তিনি কোন উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাঁর বরাবরের ফাউল কথা ছাড়া। ঘর থেকে শুরু করে বাইরে দেশে প্রবাসে সর্বত্রই তাঁর ফাউল কথা। ঘরে নিজের ভাইয়ের উপর বজ্রপাত তো আছেই, নিজ ক্যাবিনেটের মন্ত্রীদের সাথেও খোঁটাখুটি, নিজের দলের লোকদের সাথে ভ্যাংচা-ভেংচি তাঁর লেগেই আছে। সম্প্রতি তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে নিউইয়র্ক গিয়েছিলেন (কী করতে গিয়েছিলেন জানি না - তবে গিয়েছিলেন)। কেউ যখন খুব একটা পাত্তা দিচ্ছে না তখন নিজে নিজেই স্থানীয় প্রবাসী টাঙ্গাইলবাসিদের ধরে এক সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করে ফেললেন। সেখানে তিনি হজ্জ এবং হজ্জযাত্রীদের নিয়ে অশোভনীয় এবং অগ্রহণযোগ্য মন্তব্য করেছেন যা যে কোন মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতি এবং বিশ্বাসকে আঘাত করবে। তিনি বলেছেন "আমি হজ্জ আর তাবলীগ জামায়াত দু'টিরই ঘোরতর বিরোধী। আমি জামায়াতে ইসলামীর বিরোধী। তার চেয়েও হজ্জ ও তাবলীগ জামাতের বেশি বিরোধী"। তিনি বলেন, এ হজ্জে যে কত ম্যানপাওয়ার নষ্ট হয়। হজ্জের জন্য ২০ লাখ লোক আজ সৌদি আরবে গিয়েছে। এদের কোন কাম নাই। এদের কোনো প্রডাকশন নাই। শুধু রিডাকশন দিচ্ছে। শুধু খাচ্ছে আর দেশের টাকা দিয়ে আসছে।' তিনি আরো কিছু অবান্তর কথা রসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে বলেছিলেন যার উল্লেখ করতেও বিবেকে বাধে।

দেশ যখন একটা স্থিতিশীল অবস্থার মধ্যে চলে আসছে, যে মুহূর্তে বিশ্বের দরবারে সন্মানের সাথে সমাদৃত হচ্ছে ঠিক সে মুহূর্তে মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী কার প্ররোচনায় অথবা কার স্বার্থ রক্ষার্থে জেনেশুনে এ কাজ করলেন? তিনি ভাল করেই জানেন একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মভিত্তিক দল যেমন জামায়াত, হেফাজত এরা সব ক্ষিপ্ত হয়ে এক জোট হবে। জোটের নেত্রীও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জোটের জরুরী বৈঠক ডাকলেন। সরকারের বিরোধী সবার জন্য যেন একটা সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিলেন জনাব সিদ্দিকী। এটি এমন একটি বিষয় যে দলমত নির্বিশেষে সকল ধর্মপ্রাণ মানুষকেই আহত করবে ক্ষিপ্ত করবে। আমার তো এখন মনে হয় এ কে খন্দকারের বিতর্কিত বই লতিফ সিদ্দিকীর বিতর্কিত মন্তব্য আর সৈয়দ মহসীন আলীর ছাগলামী সব এক সূত্রে গাঁথা। এরা কি কোন মহলের জন্য কাজ করছে বিশাল অংকের লেনদেনের বিনিময়ে? এরাই কি তবে নতুন করে পাঁচাত্তরের পটভূমি তৈরীতে পর্দার অন্তরালে কাজ করছে?

আমি যখন এ লেখাটি লিখছি তখন সর্বশেষ খবর হলো লতিফ সিদ্দিকীকে মন্ত্রীত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে এটুকুই যথেষ্ঠ নয়। চারিদিকে যে জনরোষ তৈরী হচ্ছে তাতে সমগ্র মুসলিম জগতের কাছে ক্ষমা না

চাইলে তারা লতিফ সিদ্দিকীকে তাড়া করতে করতে হয়তো আওয়ামী লীগের ঘরেই ঢুকে পড়বে। এবং সে আক্রোশে আওয়ামী লীগের ঘরেই আগুন দিয়ে দেবে। এক লতিফ সিদ্দিকীকে বাঁচাতে সরকারী দল এতো বড় ঝুঁকি কি নেবে?

এই সরকারের লতিফ সিদ্দিকী আর মহসিন আলী ছাগলের কাছে কিসের দায়বদ্ধতা? লতিফ সিদ্দিকীর সঙ্গে এই ছাগুরও অপসারণ চাই। এক মহসীন আলী বা এক লতিফ সিদ্দিকী গেলে আওয়ামী লীগের বা দেশের কোন ক্ষতি হবে না কিন্তু এদের একজনই সর্বনাশের বন্যা ডাকতে সমর্থ। এদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলে চলবে না_ পঁচা শামুকেই পা কাটে বেশী। অবিলম্বে লতিফ সিদ্দিকীর সাথে মহসীন আলীরও অব্যাহতি চাই।

বিশ দলীয় জোট ক্রমশঃ যখন মুসলিম লীগের অবস্থানে অগ্রসরমান সে মুহূর্তে লতিফ সিদ্দিকী আর এ কে খন্দকারের এই উদ্দেশ্যপ্রনোদিত ভীমরতি তাদের আবার সামান্য একটু চাঙ্গা হবার সুযোগ করে দেবে বৈকি । লন্ডন থেকে প্রাপ্ত নিত্য নতুন ইতিহাস কতক্ষণ আর কোরামিনের কাজ করবে সেটাই দেখার।

তবে এমন গৃহপালিত বিরোধী দলেরও পক্ষপাতি আমি নই। দেশের মঙ্গলার্থে দেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিকধারা রক্ষার প্রয়োজনে যে কোন দেশে একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে সরকারকে যেমন এগিয়ে আসতে হবে তেমনি বিরোধীদল বিশেষ করে বিশ দলীয় জোটকে অগণতান্ত্রিক পথ পরিহার করে লন্ডনী ঐতিহাসিক পূরাতত্ত্বের উপর আস্থাভাজন না হয়ে নিজেদের কার্যকলাপে সরকারকে আস্থায় এনে আলোচনার মাধ্যমে একটা সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরী করার চেষ্টা করতে হবে। তার আগে প্রয়োজন একের প্রতি অপরের শ্রদ্ধাবোধ। একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকলে আর অন্ধকারে কূটকৌশল নিয়ে ব্যস্ত থাকলে শেষাবধি কারোই জয়ের সম্ভাবনা থাকে না। হেরে যায় দেশ।

অন্য এক প্রসঙ্গে আসি। সেটা হলো গৃহপালিত বিরোধী দলের সভাপতি চেয়ারম্যান হোসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তাঁর স্ত্রী রওশন এরশাদ হলেন বর্তমানের জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা। অথচ চেয়ারম্যান সাহেব এখন হয়ে গেছেন গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়লের মতন। ঘরে পাত্তা নেই বাইরে পাত্তা নেই তাই তিনি কখন কাকে সমর্থন দিচ্ছেন আর কখন সমর্থন তুলে নিচ্ছেন বলা দুষ্কর। ইদানিং তাঁর মৃত্যু ভাবনাও শুরু হয়েছে। তাই কিছুদিন আগে তিনি এক দলীয় মিটিংয়ে নেতা কর্মীদের বলেছিলেন নেতা কর্মীরা যেন তাঁর মৃত্যুর পর একটা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করে রাখে। অনলাইন কাগজে সংবাদটা পড়তে গিয়ে শুভ-র কাছে শোনা এক গল্পের কথা মনে হলো। তখন নাকি তাঁর স্বৈরাচারী রাজত্বের শেষ সময়। তো একদিন তাঁর এক গুণগ্রাহী (?) তাঁকে বললেন - স্যার আপনি তো দেশের জন্য অনেক কিছু করলেন - যেমন ধরুন ব্রিজ রাস্তা এমন অনেক কিছু। কিন্ত স্যার এসবই একদিন শেষ হয়ে যাবে তাই বলছিলাম কী আপনার ছবি দিয়ে একটা পোষ্টাল স্ট্যাম্প বানান। যুগ যুগ ধরে সেটা চলবে। মানুষের মনে আপনার স্মৃতি চির জাগরুক থাকবে। তো প্রেসিডেন্ট সাহেবের খুব পছন্দ হলো প্রস্তাবখানা। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম এবং একদিন সেই স্ট্যাম্পও বের হলো তাঁর ছবি সম্বলিত। এর কিছুদিন পর তিনি সেই স্ট্যাম্পের জনপ্রিয়তা এবং তা কেমন চলছে জানতে সেই তথাকথিত গুণগ্রাহীকে ডাকলেন। জিজ্ঞাসা করলেন স্ট্যাম্পের কথা। কিন্তু কোন জবাব না পেয়ে এবার ধমকে উঠলেন - বলছেন না কেন স্ট্যাম্প কেমন চলছে। তিনি বললেন স্যার সত্যি বলতে স্ট্যাম্প চলছে না - কাজ হয় না। মানে? না মানে স্যার স্ট্যাম্পে আপনার ছবির উল্টা পিঠেই তো আঠা সেদিকেই তো ছ্যাপ দিয়ে স্ট্যাম্প লাগানোর কথা কিন্তু মানুষে সেই আঠার দিকে ছ্যাপ না দিয়ে আপনার ছবির মধ্যেই ... তাই স্যার স্ট্যাম্প লাগে না। চলেও না।

লতিফ সিদ্দিকীর বকোয়াজ বদনখানি দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কী কোন ষ্ট্যাম্পের ব্যবস্থা করতে পারেন?